তারিখ ...19 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

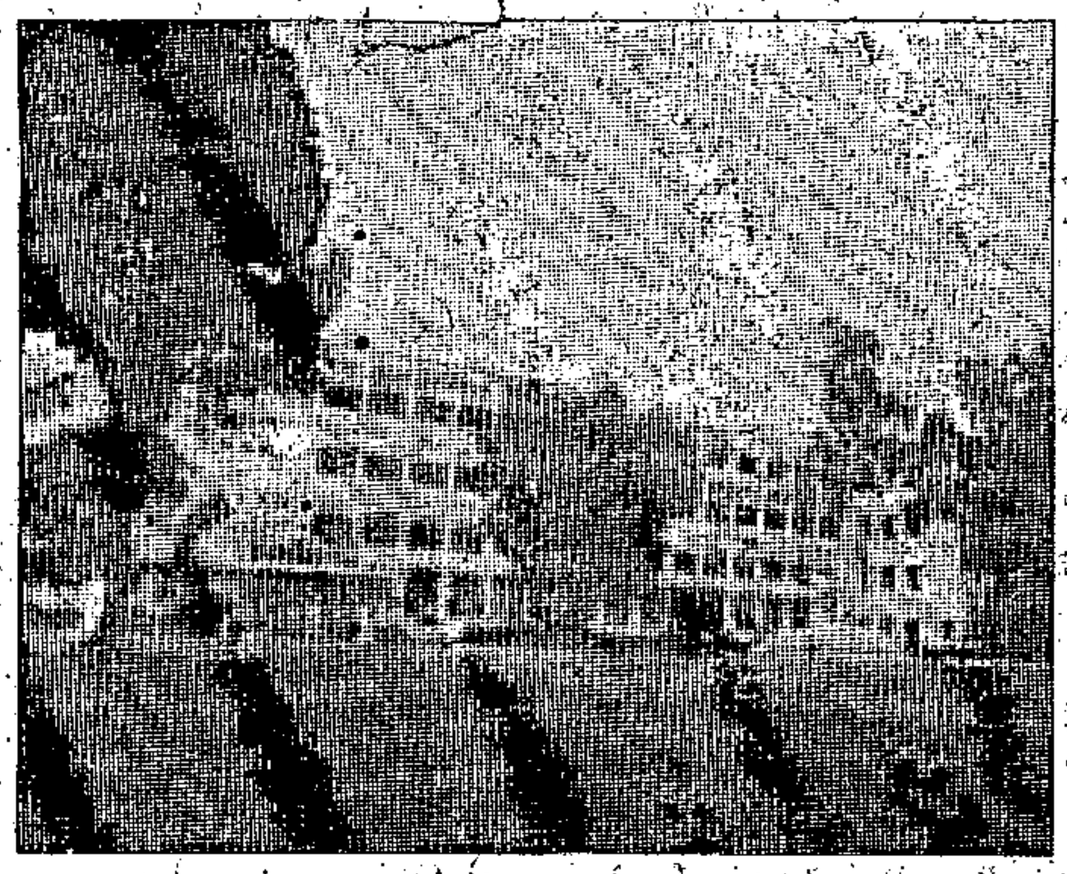

রমনা, পলাশী ও নীলক্ষেত এলাকা জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সে কলাভবনের একাংশ। ১৯৬৫ সালে এই ভবন নির্মিত হয়।

ঢাকা ভার্সিটির ৭৫ বছর পূর্তির সমাপনী ঃ নবীন-প্রবীণ সম্মিলনের বিশাল আয়োজন আজ

মুজতবা খন্দকার ঃ পুরানো আর নতুনের সম্মিলন ঘটতে যাচ্ছে আজ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। গুটি গুটি পায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি অতিক্রম করে এল ৭৫ বছরের এক দীর্ঘ পথ। এই ৭৫ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়টি অর্জন করেছে যেমন অনেক সাফল্য, তেমনি হারিয়েছে অনেক মহামূল্যবান ব্যক্তিত্বকে।

মহাকালের হিসাবে ৭৫ বছর তেমন বড় কিছু নয়। কিন্তু এই উপমহাদেশ তথা অনগ্রসর বাংলাদেশের এই বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষার আলো। দূর করেছে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি— সেটা কম প্রাপ্তি নয়।

গত বছরের ১ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পা রেখেছিল ৭৫ বর্ষে। এবার ছিয়াত্তরে তারপর ৭৭-৭৮ এভাবে এগিয়ে যাবে সুবর্ণ লক্ষ্যের দিকে......

বিশ্ববিদ্যালয়টির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার সমাপনী আজ শুক্রবার।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে তৎকালীন বাংলার পার্লামেন্ট ভবন (বর্তমান কার্জন হল) ও সেক্রেটারিয়েট ভবনে (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল ভবন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সালে। কালের বিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির সমগ্র অবয়বে যেমন হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। হাতেগোনা তিনটি অনুষদ বেড়ে হয়েছে ৭টি অনুষদে। ১৪টি বিভাগ থেকে এখন হয়েছে ৪১টি। ইনস্টিটিউটের সংখ্যা সাত।

দীর্ঘ ৭৫ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতিকে উপহার দিয়েছে বহু জ্ঞানীগুণী প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তাদের কেউ কেউ গত হয়েছেন। অনেকেই এখনও স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, শুরুতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্ণধার হিসাবে অর্থাৎ ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন বা এখনও করে আসছেন সেই স্যার পি. জে. হার্টগ থেকে বর্তমান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ সকলেই এক একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব।

শুধু ঋণ শুধবার জন্য নয়, শুধু ছাত্র হিসাবে নয়, প্রাক্তনরা আজ ক্যাম্পাসে ভিড় করবেন প্রাণের তাগিদে, মরচে-পড়া স্মৃতিকে শাণিত করতে নিজের আবাসিক হলে যাবেন, ঘুরবেন-পায়চারী করবেন কলাভবন কিংবা কার্জন হলের সবুজ ঘাসে। সন্তান সন্ততিদের বলবেন ছাত্রজীবনের কথা। মধুর ক্যান্টিনে যাবেন-মনে করতে চেষ্টা করবেন অনেক কিছু। সবকিছু মিলিয়ে স্মৃতি জাগানিয়া এক দিবস কাটাবেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আন্দোলন, ও ঐতিহ্যের নিগূঢ়ে বাঁধা এক স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে কথিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন সহহিমায় উদ্ভাসিত একটি নাম; একটি প্রতিষ্ঠান। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, '৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন আর '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পালন করেছেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে তাই অনন্য স্থান করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানমালার সমাপনী উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের সকল প্রস্তুতি গতকাল চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনেক, আয়োজনও বিশাল। কলাভবনের সামনে হল চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে মূল অনুষ্ঠান। কলাভবন, কার্জন হলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ভবনে করা হয়েছে মনোরম আলোকসজ্জা। ১৫টি আবাসিক হলের সবক'টিকেই সাজানো হয়েছে অপরূপ সাজে, দেখে মনে হচ্ছে প্রণয় আর পরিণয়ের সকল আয়োজন চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতকাল মহড়া অনুষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি গার্ড বাহিনীর।

আজ সকাল সাড়ে নটায় উদ্বোধন হবে অনুষ্ঠানের। ৭৫টি শ্বেত কপোত উড়ানোর মধ্য দিয়ে শুরু হবে অনুষ্ঠানের। পরে থাকবে র‌্যালি, বর্ণিল পোশাকে সজ্জিত, বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেবেন এই র‌্যালিতে।

পরে স্মৃতিচারণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন-প্রবীণদের অনেকেই। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন জাতীয় প্রফেসর মহসিন হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট এম ইন্নাস আলী এবং সম্মানীয় অতিথি থাকবেন ইমেরিটাস প্রফেসর সলিমুল্লাহ হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট প্রফেসর মফিজউদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ।

দ্বিতীয় পর্বে থাকবে প্রাক্তন ছাত্র অতিথিবৃন্দের হল পরিদর্শন। এই পরিদর্শনের সময় থাকবে দুপুর ১২ থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্ব প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকা কিংবা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য।